# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৯ - ১৫ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১


# বুঝে নিতে হবে সঠিক রাজনীতি

## শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ

"কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, নির্বাচন হল একটা বুর্জোয়া রাজনীতি। এখানে শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলের প্রচারের হাওয়ায় সাধারণ মানুষ উলুখাগড়ার মতো ভেসে যায়। এ বারের লোকসভা নির্বাচন তাঁর সেই কথা আবারও প্রমাণ করল। জনসাধারণের হাজার ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি যে দলকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল, তাকেই যেনতেনপ্রকারেণ সরকারে বসাতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি ক্ষমতার লোভে সংসদীয় দলগুলির নেতাদের একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি, কদর্যতা প্রদর্শন সামনে এনে দিয়েছে আজকের দিনের বুর্জোয়া রাজনীতির ক্লেদাক্ত রূপটিকে। নির্বাচনের পরে মূল্যবৃদ্ধি সহ জনজীবনের বাড়তে থাকা সংকট ও সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা আবারও প্রমাণ করল যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায় না। তার জন্য চাই ব্যাপক গণআন্দোলন। সদ্য বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ প্রাণ তুচ্ছ করা গণআন্দোলনে সামিল হয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা আবারও প্রমাণ করেছেন, গণআন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র রাস্তা।"— কলকাতায় রানি রাসমণি

*আটের পাতায় দেখুন*

*৫ আগস্ট রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের বিশাল জনসমাবেশ। বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ (ইনসেট)*

## কর্তৃপক্ষের অবহেলাই কেরালা-উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনল

### এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, কেরালার ওয়েনাড়ে ২৯ জুলাই মধ্যরাত্রে ভারী বর্ষণ ও ভয়াবহ ভূমিধসের কারণে শত শত মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। সংবাদমাধ্যমে মৃতের সংখ্যা যা বলা হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি এবং তা দ্রুত আরও বেড়ে চলেছে। ধ্বংসস্তূপ ও কাদার নিচে শত শত মানুষ চাপা পড়ে রয়েছেন, তাঁদের সকলকে হয়তো কোনও দিনই উদ্ধার করা যাবে না। দুটি জনপদের গোটা জনবসতি সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

অরণ্যনিধন, খনন, পর্যটন ব্যবসার প্রয়োজনে বিশালাকার নির্মাণ সহ সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এর ফলে

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

## বাংলাদেশ ঃ রচিত হল বীরত্বের অবিস্মরণীয় জয়গাথা

*স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করল বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাঁরা অকাতরে রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন আন্দোলনের ময়দানে। সারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের দুহাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছেন, সর্বশক্তি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই আন্দোলন জনগণের অনেক দিনের জমে থাকা ক্ষোভের লাভা উদগীরণের পথ খুলে দিয়েছে। কোটা সংস্কারের আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে এ জন্যই তা পৌঁছে গিয়েছিল— 'স্বৈরাচার গদি ছাড়ো' দাবিতে। এই আন্দোলনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর প্রকৃত পাওয়ার মিল কতটা ঘটবে, সে হিসাব আগামী দিনে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ তথা সাধারণ মানুষের এই রক্তঢালা ইতিহাসের অধ্যায়কে মুছে দেওয়ার, তাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা যারা করবে তাদের ক্ষমা করবে না দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ।*

বুক চিতিয়ে পুলিশের গুলির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ। জীবন দিয়ে আন্দোলনের একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছেন একাধিক স্কলারশিপ পাওয়া ইংরাজি বিভাগের এই মেধাবী ছাত্র। আন্দোলনের ময়দানে যাওয়ার আগে ১৯৬৯ সালের পাক-বিরোধী গণআন্দোলনের এক মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে স্মরণ করে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

# বাঁচার নয়, এ স্বাস্থ্য বাজেট মৃত্যুর

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য স্বাস্থ্য বাজেট পেশ করেছেন ২৩ জুলাই। বিজেপি সরকার সগর্বে ঘোষণা করেছে এ বছরের স্বাস্থ্য বাজেটে গতবারের তুলনায় ১২.৫৬ শতাংশ বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তা জিডিপির ২.৫ শতাংশ। অর্থাৎ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির ২০১৭-র ঘোষণা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা তারা পূরণ করে ফেলেছে।

এ বছরের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ কত? বলা হচ্ছে, ৯০ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩৩৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে গবেষণার জন্য। তা হলে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হল ৮৭,৫৬৫ কোটি টাকা, যা মূল বাজেটের ১২.৯ শতাংশ এবং জিডিপি-র ১.৯ শতাংশ। তা হলে স্বাস্থ্য বাজেট জিডিপির ২.৫ শতাংশ হয়, কোন অঙ্কের নিয়মে? বাস্তবে যা ০.২৭ শতাংশ এবং তা গতবারের (০.৩৫ শতাংশ) চেয়েও অনেক কম।

প্রাথমিকভাবে এ বছর বরাদ্দ কত ধরা হয়েছিল? ১,০৯,৫৬৮ কোটি টাকা। বাস্তবে খরচ হবে কত? উত্তর কারও জানা নেই। কারণ প্রতি বছরেই স্বাস্থ্যখাতে প্রাথমিক বরাদ্দ কমতে কমতে একটা বিরাট অঙ্কের টাকাই উধাও হয়ে যায়। যেমন গত বছর প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ থেকে প্রকৃত বরাদ্দ করা হয়েছিল ১,০৪, ৬৭৮ কোটি টাকা। তা ক্রমশ কমতে কমতে প্রকৃত বাজেট এসে দাঁড়ায় ৭৭ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যেও চুরি দুর্নীতি অপচয়ের একটি বিরাট অঙ্ক রয়েছে। তার কোনও হিসাব থাকে না। আর গতবারের স্বাস্থ্য বাজেটের এই টাকার অঙ্কটাকেই ধরে মোদি সরকার তারস্বরে চিৎকার করে বলছে, স্বাস্থ্য খাতে এ বছর ১২.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ দাবির মধ্যে চালাকি রয়েছে। গত বছরেও তারা এ রকমই বৃদ্ধির কথা বলেছিল। কিন্তু ওই বলাই সার। প্রকৃত খরচ প্রতিবারই একই রকম ভাবে কমানো হয়। যেমন গতবার কমানো হয়েছিল ২৭,২২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ২৬ শতাংশ। গতবার প্রাথমিক বাজেটকে ধরে দেখানো হয়েছিল তারা জিডিপির ২.১ শতাংশ বরাদ্দ করেছে। পরে সমীক্ষায় উঠে আসে গত বছরের স্বাস্থ্যখাতে প্রকৃতপক্ষে যা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা আসলে জিডিপির ০.৩৫ শতাংশ মাত্র। এ বারে তারা আবার এক ধাপ এগিয়ে বলছে জিডিপির ২.৫ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করেছে। আবার বলা হচ্ছে, এ বছর জিডিপি বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ। তা হলে এই বর্ধিত টাকার একটা অংশও কি স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা যেত না?

এ বার দেখা যাক বিশ্বের অন্যান্য দেশে স্বাস্থ্যখাতে কেমন বরাদ্দ? যেমন আমেরিকা ১৬.৬ শতাংশ, ব্রিটেন খরচ করে ১১.৩ শতাংশ, উত্তর কোরিয়া ৯.৭ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৪.৫৯ শতাংশ, এমনকি শ্রীলঙ্কার মতো দেশ খরচ করে ৪.০৭ শতাংশ। তবে কি ভারতবর্ষের সরকার এ দেশের মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করে না, নাকি স্বাস্থ্য নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্র আরও বাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে তারা? ভেবে দেখা দরকার।

সরকারের নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে এ দেশে প্রতি বছর চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়েন ১০ কোটির বেশি মানুষ। চিকিৎসা করাতে গিয়ে মানুষের পকেট থেকে খরচ হয় ৪৭.১ শতাংশ টাকা। যা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। যদিও এর মধ্যে বহু খরচই ধরা নেই। যেমন চিকিৎসা পেতে দালাল চক্রকে কত টাকা দিতে হয়। আয়ুষ্মান ভারত, স্বাস্থ্যসাথীর মতো বিমা প্রকল্পে চিকিৎসা পেতে নার্সিংহোমগুলোকে প্যাকেজের বাইরে, বিনা রসিদে বিপুল পরিমাণ টাকা মানুষকে দিতে হয়। এ রকমই অনেক অদৃশ্য ভুতুড়ে খরচ হয়, যার কোনও হিসাবই থাকে না। ফলে সবটা ধরলে মানুষের পকেটের খরচ প্রায় ৭০ শতাংশ ছাড়াবে। যে ভারতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ৪৭ শতাংশ পরিবার ক্যাটাস্ট্রফিক শকে চলে যায় অর্থাৎ তারা চিকিৎসার খরচ মেটানোর পরে আর সংসার চালাতে পারে না। সেখানে এই সামান্য বরাদ্দে চিকিৎসা চলে? আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই বাজারে ভারতের মতো জনকল্যাণমূলক এই রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়বরাদ্দ কি বাড়ানো যেত না? বাজেটের এই টাকা তো আসে জনগণের দেওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের টাকা থেকেই। এখানে সরকার এত কৃপণ কেন? দেখা যাক সরকার এ বছরের সামগ্রিক বাজেটের কত শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করেছে, মাত্র—১.৮১ শতাংশ। কমতে কমতে বছর শেষে তা ১ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

যতটুকু বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যেও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতিতে চলা কর্মসূচিগুলোতেই বেশি বাড়ানো হয়েছে। সরকার ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেশিরভাগ অংশ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতিতে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং যে প্রকল্প বা স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিজে চালায়, সে ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো হল না। আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা প্রশাসনিক জটিলতা, পরিকাঠামোর অভাব এবং সদিচ্ছার অভাব এবং কেন্দ্র-রাজ্যের দ্বন্দ্বের ফলে প্রতি বছরই এইসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বিরাট অংশই অব্যবহৃত থাকে।

যেমন গত বছর জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে খরচ হয়েছে মাত্র ১৫০০ কোটি টাকা। যে টাকার মধ্যে জেলা স্তরের মেডিকেল, নার্সিং-প্যারামেডিকেল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে উন্নত হতে পারল না, কারণ বরাদ্দকৃত যৎসামান্য টাকারও বেশিরভাগটা খরচই করা গেল না। ফলে আজ বর্ধিত পরিষেবা দিতে এমনকি বর্তমান পরিষেবাও চালাতে প্রশিক্ষিত ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব। দ্বিতীয়ত, কোভিডের অতিমারির ভয়ঙ্কর দিকটির কথা মাথায় রেখে যেখানে সংক্রামক ব্যাধির জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল এবং গত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা ছিল জরুরি, তার একাংশও খরচ হয়নি। আবার সেই অজুহাতে এ বছরের বাজেটও বাড়ানো যায়নি। এ ভাবে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বাজেট আরও কমিয়ে করা হল ৪৫০০ কোটি টাকা।

ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে দেশের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর দরকার ছিল। জনসংখ্যার নিরিখে দেশে এখনও ২৪ শতাংশ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৯ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে ঘাটতি রয়েছে সেগুলি গড়ে তোলা জরুরি ছিল। কিন্তু গত বছরের বরাদ্দকৃত যৎসামান্য বাজেটের একটা বিরাট অংশ খরচ না হওয়ার অজুহাতে এ বছর এর জন্য বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়া হল। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কী বলে? জনসেবার দৃষ্টিভঙ্গি না কি সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে লাটে তোলার ব্যবস্থা?

এই বাজেটে যক্ষ্মা রোগের ওষুধ সম্পর্কেও কোনও কথা বলা হয়নি। টাকার অভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গত মার্চ মাস থেকেই টিবির ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে ওষুধ অনিয়মিত সরবরাহ বা সরবরাহ একেবারেই বন্ধ থাকার দরুন

*তিনের পাতায় দেখুন*

# পুঁজিপতিদের বিনা পয়সার মজুর সরবরাহ করতেই বাজেটে শিক্ষানবিশীর ঘোষণা

শিল্পে কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর কথা বলে বেকার যুবকদের ইনটার্নশিপ বা শিক্ষানবিশীর যে ঘোষণা বাজেটে করা হয়েছে তাতে কি কর্মসংস্থান বাড়বে? বেকারদের তা কাজ পেতে সুবিধা দেবে? তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

বাজেটে বলা হয়েছে, দেশের ৫০০ বৃহৎ কোম্পানিতে এক কোটি যুবকের এই শিক্ষানবিশী চলবে। সরকারি তহবিল থেকে মাসে মাত্র ৫০০০ টাকা ভাতা দিয়ে শিক্ষানবিশদের কাজ করানো হবে। কী শিখতে হবে তা ঠিক করবে কোম্পানিগুলি। অর্থাৎ সরকারি টাকায় কোম্পানিগুলি শিক্ষিত বেকারদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে, কোম্পানির কোনও খরচ হবে না। আর প্রতিটি শিক্ষানবিশকে এককালীন ৬০০০ টাকা দেবে কোম্পানি, তবে তা তাদের মূল তহবিল থেকে নয়, সিএসআর ফান্ড থেকে। অর্থাৎ কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির ফান্ড থেকে যে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারত তা কেটে শিক্ষানবিশীর প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। আর ৫০০টা কোম্পানি নিশ্চয়ই সকলের বাড়ির কাছে হবে না। শিক্ষানবিশ হতে বাড়ি থেকে দূরবর্তী স্থানে গেলে সেখানে থাকা-খাওয়া জোগাড় করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজগুলি নিশ্চয় ভাতা হিসাবে পাওয়া ৫০০০ টাকাতে হবে না। গাঁটের কিছু পয়সাও খরচ করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাতীয় শিক্ষানীতিতেও উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রদেরকে ইন্টার্নশিপ নিতে হবে। বলা হয়েছে বিনামূল্যে এদের ইন্টার্নশিপের নামে খাটিয়ে নিয়ে বিপুল মুনাফা করবে কোম্পানিগুলি।

এক্ষেত্রে যুক্তি তোলা হচ্ছে—একটা কাজ যে জানে না, তাকে সেই কাজটা শিখিয়ে দিলে তার তো ভবিষ্যতে কাজ পেতে সুবিধা হবে। কথাটা শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু বাস্তবটা হল— ভবিষ্যতে সেই কাজের সেই সংখ্যক শূন্যপদ থাকলে তবে তো কাজ পাবে। সেই সংখ্যক শূন্যপদ না থেকে যদি এক কোটি শিক্ষানবিশের সামনে মাত্র এক লক্ষ শূন্যপদ থাকে তাহলে কাজের বাজারে তারা হবে বিশাল উদ্বৃত্ত এক বেকার বাহিনী। চাহিদার তুলনায় যোগান এত বেশি হলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অতি অল্প মজুরিতে কাজের লোক পাওয়া যাবে। যারা কাজ পাবে তারা হবে নির্মমভাবে শোষিত এবং বাকিরা শিক্ষানবিশের ডিগ্রি গলায় ঝুলিয়ে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াবে। ফলে এই শিক্ষানবিশীর প্রকল্প বেকার যুবকদের ভবিষ্যতে কাজ পাওয়ার সুবিধার জন্য নয়, শিল্পমালিকদের বিপুল মুনাফা তৈরির জন্য।

# কেরালা-উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়

*একের পাতার পর*

কেরালা রাজ্যটি বার বার প্রবল খরা, বন্যা, ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কবলে পড়ছে। ভঙ্গুর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এলাকার সমস্ত বাসিন্দা ওয়েনাড়ের এই বিপর্যয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদেরও যে কোনও সময়ে এই ধরনের বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আমরা দাবি করছি, ধসে আটকে পড়া মানুষের উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের বিপর্যয়ের সামনে আর না পড়তে হয়, সে জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্তৃপক্ষের দোষে সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, মানুষের প্রাণ ও প্রকৃতির সুরক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। এ সম্পর্কে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে এবং অবশ্যই সামগ্রিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও তা রূপায়ণ করতে হবে। অরণ্যনিধন ও পর্যটনের নামে নির্মাণ অবিলম্বে সরকারকে বন্ধ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন, যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে দুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয় ও চিকিৎসা-সহায়তার ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই যাতে তাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করে, তার জন্য রাজনৈতিক দল ও জনপ্রতিনিধিদের সোচ্চার হতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের সহৃদয় মানুষকে যুক্ত করে একটি সামগ্রিক বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

# শোষণকে মোলায়েম করা নয়, চাই তার অবসান

*৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।*

আমাদের বর্তমান যে সমাজ, এ সমাজ পুঁজিপতিদের তাঁবেদার সমাজ, তাদের পৃষ্ঠপোষক সমাজ। এর সমস্ত কিছু তাদের সেবা করতে বাধ্য, না করলে কারওর চলবার উপায় নেই। হয় এই ব্যবস্থার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে, সাহসের সাথে লড়তে হবে, নয় যেভাবেই হোক এর দাসত্ব করে চলতে হবে। ধরুন, যারা সংবাদপত্র চালায় তাদের সমস্যা হচ্ছে যে, মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে কাগজ চলবে না। কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তাকে ফলাও করে মালিকের কথা বলতে হবে। আর যারা সংবাদপত্রে কাজ করে, চাকরির স্বার্থে প্রতিদিন তাদের মালিকের স্বার্থের পায়ে নিজেদের বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। এমনকি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে সরকারের গদিতে যাঁরা বসেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে এই ভাবে ভেবে থাকেন যে, যদি মালিকের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা না করেন তা হলে সরকারি গদিতে তাঁদের থাকবার উপায় নেই, তাঁরা বেশি দিন থাকতে পারবেন না। ফলে দেখা যায়, এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসি সরকার তার আচরণ, তার কর্ম, তার ব্যবহার, তার চিন্তা, সমস্ত কিছুর দ্বারা এই পুঁজিবাদী সমাজটাকেই সেবা করে এসেছে। আর এই পুঁজিপতিশ্রেণির সেবার নাম দেশসেবা দিয়েছে, পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থে রচিত পরিকল্পনাগুলোকে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বলেছে, পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থের পায়ে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার নাম দিয়েছে দেশের স্বার্থে মজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া, ব্যক্তির স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। আমি মনে করি, এই মিথ্যাচারটি সর্বপ্রথমে দূর হওয়া দরকার।

এখন দেশের এই যে বর্তমান অবস্থা তার মধ্যে আপনাদের আন্দোলনের, লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য কী হবে? আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেন লড়বেন এবং কী ভাবে লড়বেন? সে লড়াইয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী হবে? আপনাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে, কী আপনারা চান যাতে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মৌলিক অবস্থার, মূল সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে? সেটা কি শুধু দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করা? আমি বলি, এ তো আছেই, কিন্তু এটাই লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। গত ৪০ বছর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রমিক মাইনে বাড়াবার জন্য, আইনকানুন পাল্টাবার জন্য, অধিকার বাড়াবার জন্য লড়াই করে আসছে। অধিকার আপনারা কিছু কিছু অর্জনও করেছেন। এর কোনও তাৎপর্য নেই, এ কথা আমি বলছি না। এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কিন্তু সে তাৎপর্য শুধু একটাই। তা হচ্ছে এই অধিকারগুলো ব্যবহার করে দৈনন্দিন গণআন্দোলনগুলো শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে এমন অমোঘ বিপ্লবী সংগঠনশক্তি গড়ে তোলা যাতে একদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করে শোষণহীন শ্রমিকশ্রেণির রাজ কায়েম করা সম্ভব হয়। কিন্তু সে যদি না হয়, শুধু দু'চার-পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ানোই যদি আপনাদের আন্দোলনের বা লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য হয় তা হলে শ্রমিক আন্দোলনে এক ধরনের সুবিধাবাদের জন্ম হতে বাধ্য, এবং আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী মনোভাবকে এই সুবিধাবাদ ইতিমধ্যেই অনেকাংশে গ্রাস করে ফেলেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে এই সুবিধাবাদের অনুপ্রবেশই আপনাদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তুলছে যে, যে সমস্ত নেতাদের ধরলে তাঁরা মালিকদের কাছ থেকে এ ধরনের সুবিধা আপনাদের আদায় করে দিতে পারবেন, আপনারা তাঁদের পেছনেই চলবেন। আর এইভাবে যদি চলতে থাকেন তা হলে আপনাদের এই দুর্ভাগ্য কেউ পাল্টাতে পারবে না, স্বয়ং ঈশ্বরও পাল্টাতে পারবে না। ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই যে আপনাদের দুর্ভাগ্য পাল্টাতে পারে। তা হলে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক সংঘশক্তি কোনও দিনই গড়ে উঠবে না এবং পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি কোনও দিনই অর্জিত হবে না।

ফলে এ রাস্তা ছাড়তে হবে। আপনাদের দুর্ভাগ্য একমাত্র পাল্টে যেতে পারে যদি আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের প্রকৃত মুক্তির প্রশ্নটা ভারতবর্ষের গোটা সমাজব্যবস্থাকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আঘাতে পরিবর্তিত করার মধ্যেই নিহিত। আর এ পরিবর্তনটা শুধু মাঠে ঘাটে 'এটা চাই' 'ওটা চাই' করে চিৎকার করলেই হয় না। সুনির্দিষ্ট ও সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও সম্প্রসারণ এবং দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য লড়াই করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা সুযোগসুবিধা অর্জন। পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদের কোনও বাস্তব ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা না নিয়ে শুধুমাত্র আইনকানুন পাল্টানো ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াই পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, শোষণটা যেমন চলছে তেমনি চলুক, যেমন গোলাম হয়ে আপনারা রয়েছেন তেমন গোলাম হয়েই থাকতে আপনারা রাজি, তাতে আপনাদের আপত্তি নেই, তাতে আপনাদের আত্মসম্মানে লাগবে না, আপনারা পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন করতে চান না— শুধু শোষণের জ্বালাটা একটু কমানো, একটু মোলায়েম করাই আপনাদের আন্দোলনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এর ফলে মালিক মালিকই থাকছে, আপনি মজুর মজুরই থাকছেন, আপনাকে শোষণ করার তার পুরো অধিকার থাকছে এবং সামাজিক উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে, উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই থাকছে। এই অবস্থা যদি থাকে তা হলে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে কোনও দিন শ্রমিকের মুক্তি অর্জিত হতে পারে না।

**'শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে'**

# এ স্বাস্থ্য বাজেট মৃত্যুর

*দুয়ের পাতার পর*

ইতিমধ্যেই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীর সংখ্যা ভীষণ ভাবে বাড়ছে। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যেই টিবি-মুক্ত ভারতের ঘোষণা করে দিয়েই ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই এই বাজেটে টিবির ওষুধ নিয়ে কোনও কথা নেই। কতটা অমানবিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অপদার্থ সরকার হলে মানুষকে এ ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়!

কেন্দ্রীয় তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১৭ অনুযায়ী সরকার জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী তথা কর্পোরেট সেক্টরের এবং বিমা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এই স্বাস্থ্য বাজেট তৈরি করেছে। সেখানে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের অবাধ অনুপ্রবেশকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তার গালভরা নাম দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি। অর্থাৎ কর্পোরেট সেক্টরের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তা অন্য কোথাও প্রয়োগ না করলেও এ বার থেকে তারা সেই দায়বদ্ধতা সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দেখাবে। অর্থাৎ এই সুযোগে তারা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতিতে বিপুল পরিমাণ টাকা সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার সুযোগ পেল। আর এই টাকা বিনিয়োগের পরিণাম কী হবে তা সকলেই জানেন। পিপিপি নীতিতে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা যে মুনাফা তুলছে, এ তার সর্বোচ্চ সীমাকেও ছাড়িয়ে যাবে। জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি হাসপাতালগুলোকে এই পদ্ধতিতে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া এ বার সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ইতিমধ্যেই যেভাবে সরকার রেল, বিমানবন্দর ইত্যাদি কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে এরও পরিণতি তাই ঘটবে।

সরকার ফলাও করে প্রচার করছে, ৩টি ক্যান্সারের ওষুধের থেকে তারা কাস্টমস ডিউটি তুলে নিয়েছে। কিন্তু এটা বলছে না, ইতিমধ্যে কাস্টমস ডিউটি চালু করার ফলে সমস্ত ওষুধেরই বাজারমূল্য কী ভাবে আকাশছোঁয়া হয়ে পড়েছে। একদিকে ওষুধের সরকারি সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া অন্য দিকে কাস্টমস ডিউটি সহ, জিএসটি এবং নানা ধরনের ট্যাক্স বসানোর ফলে ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে পড়েছে। ফলে বহু মানুষ বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় মরতে বাধ্য হচ্ছে। ওষুধের দাম কমানোর কোনও পদক্ষেপ বা কোনও প্রস্তাব এই বাজেটে নেই। যেখানে মানুষের মোট চিকিৎসা খরচের ৮০ শতাংশের উপরেই হয় ওষুধ বাবদ। এই হল মোদির ৩টি ক্যান্সারের ওষুধের উপর থেকে কাস্টমস ডিউটি ছাড় দেওয়ার নেপথ্য কাহিনি।

স্বাস্থ্য বাজেট আসলে কিছু সংখ্যাতত্ত্বের কারসাজি ছাড়া কিছু নয়। ইতিমধ্যেই টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে তাকে হিসেবে ধরলে এ বারের বাজেট কমানোর ক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত নজিরকেই ছাড়িয়ে গেছে। এখন মানুষকে বাঁচাতে হলে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই।

# কোচবিহারে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন

২৫ জুলাই ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে কর্মী ও সহায়িকারা ১৬ দফা দাবিতে জেলা প্রকল্প আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে তিন শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা উপস্থিত ছিলেন। ডিপিও-র অনুপস্থিতিতে জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ডেপুটেশন নেন। ইউনিয়নের জেলা আহ্বায়ক পম্পা চৌধুরী বলেন, দাবিগুলি দ্রুত না মিটলে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বাজেটে এই প্রকল্পের দুই হাজার তিনশো কোটি টাকা কমানোর প্রতিবাদে শহরের কাছারি মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

*হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় এআইডিওয়াইও-র আঞ্চলিক সম্মেলন। ২১ জুলাই। সম্মেলন থেকে বিপুল বিশ্বাস সভাপতি, হীরেন্দ্র ঢালী সম্পাদক নির্বাচিত হন।*

## কমরেড কুণাল বিশ্বাসের জীবনাবসান

**দলের রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির অন্যতম নেতা কমরেড কুণাল বিশ্বাস কঠিন রোগভোগের পর ৪ আগস্ট রাতে ক্যালকাটা হার্টক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।**

**কমরেড কুণাল বিশ্বাস লাল সেলাম**

## শ্লীলতাহানি, মেচেদায় বিক্ষোভ

২৫ জুলাই রাতে মেচেদা স্টেশনের ফুট-ওভারব্রিজে দুষ্কৃতীরা এক কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। তাঁর মা বাধা দিতে গেলে তিনিও আক্রান্ত হন। ঘটনার প্রতিবাদে এবং রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, ওভারব্রিজে দ্রুত সি সি ক্যামেরা লাগানো, দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৭ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মেচেদা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এক

প্রতিনিধিদল স্টেশন ম্যানেজার, আরপিএফ ও জিআরপি কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

পরে এক প্রতিনিধি দল আতঙ্কিত কলেজ ছাত্রীর বাড়ীতে গিয়ে ছাত্রী ও তার মায়ের সাথে কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেন। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে মেচেদা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

## পাট্টার দাবিতে মাটিগাড়া বিডিওতে বিক্ষোভ

জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন দাবিতে ৩০ জুলাই শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন

লেনিন কলোনি, বালাসন এলাকার শতাধিক বাসিন্দা। স্থানীয় নাগরিক কমিটি বিডিও-র কাছে ৯ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয়। দাবিগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল— অবিলম্বে পাট্টা প্রদান, রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, বন্ধ আইসিডিএস সেন্টার চালু, বালাসন নদীর পাড় সংস্কার ইত্যাদি। নেতৃত্বে ছিলেন চন্দন বসাক, লক্ষ্মী দাস সহ অন্যরা। বিডিও সব দাবির ন্যায্যতা মেনে নেন এবং দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

## গাইঘাটায় এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন

সমস্ত ফসলের লাভজনক দাম, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, কৃষি উপকরণের দাম কমানো ও গ্রামীণ মজুরদের বছরে ২০০ দিনের কাজ ও বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে ২৩ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণায় এআইকেকেএমএস-এর গাইঘাটা ব্লক সম্মেলন হয়। বিভিন্ন গ্রাম কমিটি থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে কমরেড বীরেন্দ্রনাথ ভৌমিককে সভাপতি ও কমরেড রবীন বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ২২ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

## সরকারি কর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে আশাকর্মীদের সম্মেলন

*সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ন্যায্য বেতন, নিরাপত্তা সহ নানা দাবিতে ২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের তৃতীয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে। জেলার ২১টি ব্লকের হাজারের বেশি আশাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।*

## হাওড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৪তম প্রয়াণ দিবস পালিত

হাওড়ার বাগনানে ২৯ জুলাই মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে ১৩৪তম প্রয়াণ দিবস পালন করল 'বাগনান বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংস্কৃতি পরিষদ'।

এই উপলক্ষে ২৮ জুলাই বাগনানের চাকুর গ্রামে বিনাব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে পরিষদ। এই চিকিৎসা শিবিরকে সফল করে তুলতে এগিয়ে আসেন চাকুর হরিশ সেমিনারি উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বাগনান ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। শিবিরটি পরিচালনা করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সদস্য, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সামস মুসাফির, ডাঃ অয়ন বর্মন, ডাঃ আলমগীর সেখ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবানী শংকর দাস এবং এলাকার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়দীপ পাত্র সহ আরও দশজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। শিবিরে ব্লাড সুগার সহ নানা পরীক্ষা করেন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছ'জন কর্মী।

পরিষেবা দিতে এগিয়ে আসেন গ্রামের আশা দিদিরাও। হাওড়া জেলার শ্যামপুরেও বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রয়াণ দিবস পালন করেন বিদ্যাসাগর অনুরাগীরা।

## হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ, হকার আইন ২০১৪ কে মান্যতা দিয়ে ৪০ শতাংশ হকার প্রতিনিধি নিয়ে ভেন্ডিং কমিটি গঠন, হকার উচ্ছেদের নামে কার্যত হকারদের পসরা পুলিশ কর্তৃক লুঠ বন্ধ, হকারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের দাবিতে ২২ জুলাই নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতার শত শত হকার এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের আহ্বানে কলকাতা লেনিন মূর্তির পাদদেশে সমবেত হয়ে মিছিল করে কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ সমবেত হন। সেখানে সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মধুসূদন বেরা। তাঁর নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল নগর উন্নয়নমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র দেন। চার সদস্যের অপর এক প্রতিনিধি দল কমরেড তপন মুখার্জীর নেতৃত্বে শ্রমমন্ত্রীর আপ্ত সহায়কের কাছে স্মারকপত্র জমা দেন। সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস হকারদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে সমর্থন করে বলেন, হকারদের উপর রাজ্য সরকারের এই আক্রমণ ও উচ্ছেদ আসলে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই চলছে, তাই যখন যে দল সরকারি ক্ষমতায় থাকে তারাই পুঁজির স্বার্থে হকার উচ্ছেদ করে। ১৯৯৬-তে 'অপারেশন সানসাইন' করেছিল তৎকালীন সিপিএম সরকার। হকার ভাইরা সেদিন লড়াই করে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন। আজও লড়াই করে জীবিকা রক্ষা করতে হবে। তার জন্য আরও বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে।

অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ হকারদের সার্বিক সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। দাবি করেন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সহ ৪০ শতাংশ হকার প্রতিনিধি নিয়ে ভেন্ডিং কমিটি গঠন করে সার্ভে করতে হবে। হকারদের পরিচয়পত্র দিতে হবে, কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না। সব হকারকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। হকারদের উপর পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে।

# কেন্দ্রীয় বাজেট কৃষক বিরোধী

কেন্দ্রীয় বাজেট চূড়ান্ত জনবিরোধী ও কৃষকবিরোধী— এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান ও সম্পাদক শংকর ঘোষ ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। তাঁরা বলেন, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই বাজেট রচিত হয়েছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভরা এই বাজেটে কৃষক জীবনের সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট কোনও দিশা নেই। ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি নির্ধারণ ও এমএসপিকে আইনসঙ্গত করা, সরকারি উদ্যোগে সরাসরি চাষির কাছ থেকে ফসল কেনা, বিদ্যুৎ বিল-২০২৩ বাতিল করা, আইনে কৃষি মজুরদের আরও ব্যাপকভাবে কাজ দেওয়া, কৃষক ও খেতমজুরদের ঋণ মকুব ও পেনশন ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের জন্য এ দেশের কৃষক-খেতমজুররা দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন। আজ পর্যন্ত কোনও দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মানেনি শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণকে এই বলে প্রতারণা করছে যে, তারা কৃষকের ফসলের উৎপাদন খরচের দেড় গুণের বেশি এমএসপি দিচ্ছে। এটা চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। ফসলের যে এমএসপি সরকার ঘোষণা করেছে তা ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণের চেয়ে অনেক কম। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী এই কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার চাষিদের অস্তিত্ব বিপন্ন। বাঁচার স্বার্থে কৃষকরা দেশব্যাপী আরও শক্তিশালী আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে।

এই গণতান্ত্রিক দাবিগুলি আদায়ের জন্য এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে এ আই কে কে এম এস দেশের সমস্ত জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষক ও খেতমজুরদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

# লাইসেন্সের দাবিতে ই-রিক্সা চালকদের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন

সারা বাংলা ই-রিক্সা টোটো চালক ইউনিয়নের প্রথম দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১ আগস্ট ঘোষপুকুরের আমবাড়ি হাটে। টোটো চালকদের সরকারি লাইসেন্স ও সামাজিক সুরক্ষা এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে এই সম্মেলন হয়। সম্মেলনে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার প্রস্তাব পাশ হয়। সম্মেলন থেকে ২৫ জনকে নিয়ে নতুন জেলা কমিটি তৈরি হয়। জয় লোধ উপদেষ্টা, অমূল্য সরকার সভাপতি, কৌশিক দত্ত সম্পাদক, পরিমল বর্মন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সারা বাংলা রিক্সা টোটো চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলনে দার্জিলিং জেলার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হয়।

# পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

খুবই উৎসাহের সাথে ২৮ জুলাই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন হল মেদিনীপুরের রেডক্রস সোসাইটি হলে।

জেলার মোট সাতটি পৌরসভা থেকে দেড় শতাধিক পৌর স্বাস্থ্যকর্মী সমবেত হয়েছিলেন। দাবি ছিল— পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, ইনসেনটিভ নয়, স্থায়ী বেতন কাঠামো চালু করতে হবে, প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় একজন পৌর স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে, চলতি বাজারদরের নিরিখে বেতন দিতে হবে, পি এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি সহ সকল সরকারি সুবিধা দিতে হবে, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি সহ সমস্ত সরকারি ছুটি দিতে হবে, স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে বাজেট বাড়াতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্ব রুনা পুরকায়েত, মাম্পি দাস বিশ্বাস, এআইইউটিইউসি-র পক্ষে পূর্ণ বেরা, অল ইন্ডিয়া স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অমল মাইতি এবং অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস। সম্মেলনে তনুজা সিংহকে সভাপতি, বুলটি দত্তকে সম্পাদক, রীতা ব্যানার্জীকে কোষাধ্যক্ষ এবং মীনাক্ষী দাসকে অফিস সম্পাদক করে ৩৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

# ঘাটশিলায় শহিদ বিরসা মুণ্ডা স্মরণ

ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ 'উলগুলান'-এর মহানায়ক বিরসা মুণ্ডার ১২৫তম শহিদ-বর্ষ ও ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডে এআইডিএসও-র ঘাটশিলা কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে ২০ জুলাই একটি আলোচনাসভা হয়।

সভাপতিত্ব করেন কলেজের কার্যনির্বাহী প্রধান অধ্যাপক ইন্দল পাসওয়ান। অন্য অধ্যাপকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের পূর্ব সিংভূম জেলা কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার যাদব। আগামী এক বছর ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঘরে ঘরে শহিদের ছবি ও তাঁর জীবনসংগ্রাম পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

# তেজপুরে কমসোমলের শিবির

কিশোর সংগঠন কমসোমলের উদ্যোগে ২৮-৩০ জুলাই তিনদিনের রাজ্যভিত্তিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক শিবির আসামের তেজপুরে কেপিএম স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৫২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। প্যারেড, শরীর চর্চা, খেলা-ধূলা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শিবিরে শেষদিনের আলোচনা সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস কিশোর কিশোরীদের উন্নত দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার আহ্বান জানান।

এই উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রা হয়। নবজাগরণ আন্দোলনের মনীষী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র গোস্বামী, নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও শহিদ কনকলতা বরুয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিপ্লবী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার পৈতৃক বাড়ি 'জ্যোতি ভারতী' পর্যন্ত যায়। সেখানে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের এই উদ্যোগ শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

# তিন কালা আইনের প্রতিবাদে দিল্লিতে সভা আইনজীবীদের

তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরির আইনজীবীদের আহ্বানে ২৯ জুলাই দিল্লির যন্তরমন্তরে তিনটি দানবীয় ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির আইনজীবীরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসইউসিআই(সি) হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক আইনজীবী কমরেড রাজেন্দর সিং হরিয়ানার রিওয়ারি বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

কমরেড রাজেন্দর সিং বলেন, এই আইনগুলি শুধুমাত্র আইনজীবী ও বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধেই নয়, সর্বস্তরের জনসাধারণেরও বিরুদ্ধে। এই আইনগুলির মাধ্যমে পুলিশ-প্রশাসনের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে। ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের ধারণাগুলিও পাল্টে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ন্যায়বিচার পাবে না, অভিযুক্তের বিচার হবে না। বিচারব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে যাবে, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের বার কাউন্সিল ও অন্যান্য আইনজীবী সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার এটাই সঠিক সময়।

# কোচবিহারে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

কোচবিহার শহরের রেডক্রস ভবনে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পক্ষ থেকে ফিক্সড চার্জ নেওয়া বন্ধ, গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট প্রিপেড মিটার প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ শিল্প বেসরকারিকরণ বন্ধ সহ চার দফা দাবিতে কোচবিহার সদর মহকুমা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল।

অমর কুমার পালকে সভাপতি, নীরেন্দ্র চন্দ্র রায়কে সম্পাদক ও পরেশ চন্দ্র রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে কুড়ি জনের কমিটি গঠিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে দাবিগুলি নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

# বীরত্বের অবিস্মরণীয় জয়গাথা

*একের পাতার পর*

করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—"স্যার, এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার। আপনার সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই মারা গেছেন, কিন্তু আপনি মরেও অমর। ... এই প্রজন্মের যাঁরা আছেন, যতদিন বেঁচে আছেন, মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হিসাবে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবেন। ... আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে।"

বাংলাদেশে চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সামিল এক ছাত্রী বলেছেন— "আজ যদি শহিদ হই তবে আমার নিথর দেহটা রাজপথে ফেলে রাখবেন। ছাত্রসমাজ যখন বিজয় মিছিল নিয়ে রুমে ফিরবে তখন আমাকেও বিজয়ী ঘোষণা করে দাফন করবেন। একজন পরাজিতের লাশ কখনও তার মা-বাবা গ্রহণ করবেন না।" আজ বিজয়ের সামনে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে চোখের জলে যেন সামনের রাস্তাটা ঝাপসা না হয়, শোষিত মানুষকে যে যেতে হবে আরও অনেক দূর! এই সংগ্রামী চেতনা নতুন সমাজের পথ দেখানোর আলোক শিখায় পরিণত হলেই তো তাঁর বেদিতে দেওয়া ফুল সার্থক হবে!

চট্টগ্রাম ওমর গণি এমইএস কলেজের ছাত্র ফয়সল আহমেদ শান্ত, চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ওয়াসিম আকরুম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের মীর মুগ্ধ, মাদারিপুর সরকারি কলেজের ছাত্র দীপ্ত দে, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুদ্র সেন, মানারাত ইন্টারন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র শাকিল পারভেজ সহ আরও অনেক মেধাবী ছাত্র বাংলাদেশের এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পতাকা হাতে শহিদ হয়েছেন। '৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার-শফিউরের মতো এঁরাও যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকবেন। আবারও প্রমাণ হল— শহিদের উত্তরাধিকার আজও বহতা নদীর মতো ভাসিয়ে চলেছে, জাগিয়ে তুলছে দেশকে।

ছাত্রদের পাশাপাশি এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন ছাত্রীরাও। তাঁরাও পথে নেমেছেন হাজারে হাজারে। পুলিশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলন আটকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধকরে দিলে তাঁরা সেই গেট ভেঙে ফেলেছেন। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের বোরখা, হিজাবের আবরণে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েরা দলে দলে সেই বাধা উপেক্ষা করে মধ্য রাতেও মিছিল করেছেন। তারা স্লোগান দিয়েছে— আপস, না সংগ্রাম?— সমস্বরে হাজার কণ্ঠের সাড়া—'সংগ্রাম, সংগ্রাম!' দালালি, না রাজপথ?— রাজপথ, রাজপথ!

অভিভাবকরাও কি কম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন! তাঁরা কেউ পিছন থেকে, কেউ সামনে থেকে আন্দোলন সমর্থন করেছেন। অনেকে রান্না করা খাবার, পানীয় জল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন লড়াইয়ের ময়দানে। এক ছাত্রী লিখেছেন, "আম্মুকে ধমক দিয়ে আব্বু বলল, রাস্তায় যারা নেমেছে তারাও কারও না কারও সন্তান, কলিজার টুকরা, সবাই ঘরে বসে থাকলে স্টুডেন্ট পাওয়ার টিকবে কী ভাবে? এরপরেই আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, 'বাবা এগারোটা বেজে গেছে, বের হয়ে পড়ো এ বার। বাসায় ফেরার পর কপালের পতাকাটা খোলার সময় আব্বু হাসিমুখে বলল, আগেই খুইলো না, তোমার আম্মুরে একটু দেখাই!"

এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সব স্তরের জনগণ, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষ। রিকশা-চালকেরা রিকশা নিয়ে মিছিল করেছেন। আহতদের বিনা পারিশ্রমিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। ফল-বিক্রেতারা ফল তুলে দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের হাতে। ছোট দোকানদারও পানীয় জলের বোতল নিয়ে এসেছেন। ছোট্ট শিশুরাও জলের বোতলে জল ভরে নিয়ে এসেছে ভাইয়া-আপুদের জন্যে। গণআন্দোলনের উত্তাপ মানুষকে এভাবেই পাল্টে দেয়। শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক, জাতীয় স্তরের শিল্পীদল সকলেই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমেছেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এই আন্দোলনে মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। প্রথম দফার আন্দোলনেই সরকারি বা বেসরকারি সূত্র মৃত্যুর সংখ্যা কেউ বলেছে ২১০, কেউ ৩০০। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আহতের সংখ্যা কুড়ি হাজারের ওপরে। দ্বিতীয় দফার আন্দোলনে প্রথম দিনেই মৃত্যু ১০০ ছাড়িয়েছে। পুলিশের গুলিতে চার জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। শত শত মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু এই মৃত্যু ছাপিয়ে যে বীরত্বের জয়গাথা লেখা হয়েছে তা অবিস্মরণীয়। এত প্রাণের বিনিময়ে ছাত্র-যুবকেরা তাদের মূল দাবি কিছুটা হলেও আদায় করতে পেরেছে। যদিও রাষ্ট্রশক্তি চাইবে সংগ্রামী চেতনাকে ঘুম পাড়াতে। আন্দোলনের মূল নেতৃত্বকে পাশ কাটিয়ে শাসক শ্রেণির পক্ষের শক্তিকেই ক্ষমতায় বসাতে। এই আন্দোলন শিক্ষা দিয়ে গেল হাজারো প্রতিবন্ধকতা, পুলিশি বর্বরতা, সাম্প্রদায়িক বিভেদের কুটিল ষড়যন্ত্র, ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব কোনও কিছুই ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুখে দিতে পারে না। শেষপর্যন্ত তার জয় হবেই।

আন্দোলন জন্ম দিয়েছে অনেক সংগ্রামী সঙ্গীতের। জন্ম নিয়েছে অনেক কবিতা। সেই সঙ্গীত বা কবিতা আগামী দিনের গণআন্দোলনে মানুষকে উজ্জীবিত করবে। এমনই একটি গান— 'আয় তারুণ্য আয়/আয় অগ্নিগিরির লাভার মতো উদগীরিত হই/দুঃখ-শোকের মাঝে চির উজ্জীবিত রই/দু'কূল ভাঙা ঝড়ের মতো নৃত্য তুলে পায়/আয় তারুণ্য আয়।'

পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস আওয়ামি লিগের সংসদীয় বিরোধী দল, পুঁজিপতি শ্রেণির অপর বিশ্বস্ত সেবক বিএনপি বা তাদের ছাত্রদল বাংলাদেশের এই উত্তাল গণআন্দোলনকে পুঁজি করতে চেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলবাদী জামাত ও তার ছাত্র শিবিরও এই আন্দোলনে ঢুকতে চেয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকেছে মূলত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতৃত্বের হাতেই। বাংলাদেশের হাসিনা সরকার বোঝাতে চেয়েছিল যেন ছাত্ররা নয়, বিএনপি-জামাতই এই আন্দোলনটা করেছে। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেখিয়ে সরকার আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসবাদী বলেছে। সব দেশের শাসকরাই এমন কাজ করে। যেমন দিল্লি সীমান্তে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে বদনাম করতে বিজেপি সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে মাওবাদীদের কাজ বলে দেখাতে চেয়েছিলেন তৎকালীন সিপিএম সরকারের নেতারা।

'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' মূলত ছাত্রদল বা ছাত্রশিবিরের নেতাদের আন্দোলনে প্রবেশ করতে দেয়নি। শহিদদের পরিচয় দেখলেই বোঝা যাবে তাদের নব্বই শতাংশই বিএনপি কিংবা জামাতের মৌলবাদী রাজনীতির তীব্র বিরোধী। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার এই আন্দোলনকে 'রাজাকারদের আন্দোলন' বলে যেমন দাগিয়ে দিতে ষড়যন্ত্র করেছে। পুঁজিপতি শ্রেণি পরিচালিত রাষ্ট্রও আন্দোলনের রাশ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হাত থেকে ছিনিয়ে সংসদীয় রাজনৈতিক বিরোধীদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছে। শেখ হাসিনার মন্তব্যের বিরোধিতা করে এই আন্দোলন থেকে স্লোগান উঠেছিল— 'তুমি কে, আমি কে?— রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে?— স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' অর্থাৎ স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারই ছাত্রছাত্রীদের 'রাজাকার' বলে বদনাম করতে চেয়েছে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আহত ছাত্র বলেছে, 'আমরা কুখ্যাত রাজাকার নই, আমরা রাজাকার কেন হব?' তাই রাজপথ স্লোগানে মুখর— 'চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'।

বাংলাদেশের পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে ভয়াবহ বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের যে কোনও প্রতিবাদের ওপর নৃশংস আক্রমণ মানুষের ধৈর্যকে শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। এবারের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাই সর্বস্তরের মানুষের বাঁচার দাবি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এ জন্যই আন্দোলন এত তীব্র হয়েছে। আওয়ামি লিগ নেতারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের আবেগকে নিজেদের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। সেদিন মানুষ গান গেয়েছিল— 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা তাদের এই ঋণ কোনও দিন শোধ হবে না।' কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন রূপায়িত হয়নি। যেভাবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের একের পর এক হত্যা করা হয়েছে, যে ভাবে হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানো হয়েছে— সেটা আয়ুব খানের স্বৈরশাসনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই আন্দোলন গোটা দুনিয়ার সামনে হাসিনা সরকারের তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট রূপ উদঘাটিত করে দিয়েছে।

এত বড় একটি আন্দোলন, এত প্রাণের কোরবানি— কিন্তু তা অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে যে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমিটি' তার বয়স এক মাসের সামান্য বেশি। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়করা হয় শহিদের

*আটের পাতায় দেখুন*

## আন্দোলনকারী ছাত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে

## বাসদ (মার্ক্সবাদী)

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)-র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, "ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে। আজ এই বিজয়ের ক্ষণে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই আন্দোলনে শহিদ হওয়া শত শত বীরদের। এ দেশের ছাত্রসমাজ ও জনগণের হৃদয়ে তাঁরা বছর বছর ধরে বেঁচে থাকবেন।

ছাত্ররা এই আন্দোলন শুরু করেছিল, এক পর্যায়ে তাতে যুক্ত হয় সর্বস্তরের জনগণ। ছাত্র আন্দোলন পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থানে। জুলুম-নির্যাতন আর একের পর এক প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়েশেখ হাসিনার পতন ঘটে।

এই সময়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা চলছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি, আন্দোলনকারী ছাত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাথে আলোচনা ছাড়া কোনও রকম সরকার গঠন হতে পারে না। বিগত সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শক্তির সাথে সমঝোতা করে সরকার গঠনের নজির আমরা দেখেছি। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এই কাজ করলে আত্মদানকারী শহিদদের অবমূল্যায়ন করা হবে, আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার করবে, আহতদের রাষ্ট্রীয় খরচে চিকিৎসা করবে, সকল গুম হওয়া মৃতদেহ তাদের পরিবারের কাছে ফেরত দেবে, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের সম্মুখীন করবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেবে।

এ সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে, এ কাজ আন্দোলনকারীরা করছেন না, করছে সুযোগসন্ধানীরা। আন্দোলনকারীরা শহিদ আবু সাঈদের মতো অসংখ্য শহিদের নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করার জন্য আন্দোলনে নেমেছে। তারা এই ধরণের যে কোনও কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করবে। সংখ্যালঘুদের ও সাধারণ মানুষের বাসাবাড়ি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার দায়িত্ব তাদেরই। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও তাদের এই আহ্বান জানিয়েছেন। এই সময়ে সদা সতর্ক থেকে সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমরা তাদের আহ্বান জানাই।

# পর্নোগ্রাফির হাজার কোটির ব্যবসা
## অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে কৈশোর

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ‘ফোনে পর্নোগ্রাফি দেখে বোনকে ধর্ষণ ও খুন কিশোরের’ শীর্ষক সংবাদটি হয়তো অধিকাংশ পাঠকের চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যাঁরা এটা পড়েছেন তাঁরা শিউরে উঠেছেন, স্তম্ভিত হয়েছেন। সমাজ কতটা নিচে নামলে, মূল্যবোধ ও পারিবারিক সম্পর্কগুলি কতটা নিঃশেষিত হলে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে! ২৯ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার জাভা থানা এলাকার একটি গ্রামে।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছে কলকাতার ঠাকুরপুকুরে। ‘প্রেমিকের সঙ্গে মিলে মাকে খুন মেয়ের’ সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ৩০ জুলাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে। ১৪ বছর বয়সের নাবালিকা মেয়েটি তার নাবালক সঙ্গীর সাথে নিজের বাড়িতে একসঙ্গে রাত্রিবাস করতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে মা তাঁর তীব্র আপত্তির কথা জানান। তারা জোর করে রাত্রিবাস করে এবং ওই রাতে ঘুমন্ত মাকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

তৃতীয় ঘটনাটি বিহারের সুপোল জেলায়। নার্সারির ছাত্র স্কুলে পিস্তল নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে গুলি করেছে। এই ধরনের শিহরণ উদ্রেককারী ঘটনা ঘটেই চলেছে।

### নৈতিক অবক্ষয়ে প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা

আজকের ইন্টারনেটের যুগে প্রচারমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী। সংবাদপত্র থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সর্বোপরি সোসাল মিডিয়া আজ অত্যন্ত সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে বহু প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান চরম সংকটের যুগে মানুষের সামনে, বিশেষত ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের সামনে না আছে উন্নত জ্ঞান ও যথার্থ মানুষ গড়ার শিক্ষা, না আছে কর্মসংস্থানের কিংবা সুস্থভাবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ। অন্য প্রতিটি দেশের মতো আমাদের দেশেও ছাত্র যুব সম্প্রদায় শিক্ষা, চাকরি সহ অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে বারবার বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে, কখনও কখনও মারমুখী আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে। দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়ার ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ‘অগ্নিপথ স্কিম’-এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক আন্দোলন তার প্রমাণ। বাংলাদেশের চলমান সাম্প্রতিক বীরত্বপূর্ণ ছাত্র সংগ্রাম শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। তাই পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এটা ভাল করে বুঝে নিয়েছে, যদি কিশোর ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী না করা যায়, তা হলে আগামী দিনে তারা পুঁজিবাদবিরোধী ব্যাপক সংগ্রামে ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসবে, আছড়ে পড়বে। তাই স্বাধীনতার পর থেকে সময় যত এগিয়েছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শাসকরা বই, পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও যৌনতা এবং হিংস্রতার প্রচার ও প্রসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে চলেছে। পরবর্তীকালে টেলিভিশন ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ঢালাও অশ্লীলতা ও যৌনতার প্রচার প্রসার ঘটেছে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এল ইন্টারনেট এবং তার পরবর্তীকালে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের হাতে এল মোবাইল এবং তারপরে স্মার্টফোন যা বহুবিধ কাজের উপযোগী ও ক্ষমতাসম্পন্ন। অতিমারি করোনার সময় ‘লকডাউন’ চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার প্রয়োজনে কার্যত স্মার্টফোন ব্যবহারে বাধ্য করা হয়। সাধ্য না থাকলেও নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষেরাও অতি কষ্টে বাধ্য হন ছেলেমেয়েদের হাতে স্মার্ট মোবাইল ফোন তুলে দিতে। যার পরিণতি হয়েছে মারাত্মক। ‘লকডাউনে’র সময় স্মার্টফোনের মাধ্যমে পড়াশোনা করার কিছুটা আবশ্যকতা থাকলেও করোনা অতিমারির পরে যখন স্বাভাবিক কাজকর্ম ও স্কুল-কলেজে পড়াশোনা শুরু হয়েছে, তখন কিন্তু সেই অর্থে স্মার্টফোনের প্রয়োজনীয়তা কম হওয়ার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মার্টফোনের আসক্তি এতটুকুও কমেনি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে তা প্রবল আকার ধারণ করেছে। স্মার্টফোনের মাধ্যমেই কিছু প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় তথ্যের সাথে সাথেই খুলে যাচ্ছে হাজার হাজার পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট। কিশোর, যুবক-যুবতীরা অতি দ্রুত তার শিকার বনে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও মোবাইলের মাধ্যমে নৃশংস ভায়োলেন্স ও বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ ঘটনা তারা দেখছে। শিশু-কিশোর মনে তার প্রভাব হচ্ছে মারাত্মক যা আমাদের পারিবারিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

### নৈতিকতার অবক্ষয়ে পুঁজিবাদের স্বার্থ কোথায়

বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদের আজ নতুন করে শিল্পায়নের কোনও সামর্থ্য নেই। সে আজ কলকারখানায় মানুষকে কাজ দিতে পারে না। সে পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা খুঁজে নিয়েছে প্রধানত ‘সার্ভিস সেক্টর’-এ। আজ অনলাইন সার্ভিসের ব্যবসা অতি লাভজনক। করোনার সময় যখন সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সঙ্কটে পড়েছিল তখন এই অনলাইন সার্ভিস, মোবাইল ও ইন্টারনেটের ব্যবসা হাজার হাজার কোটি ডলারের বাণিজ্য করেছে গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট সহ বিভিন্ন মোবাইল ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশীয় ও বহুজাতিক সংস্থা। সারা পৃথিবীতেই অনলাইনকে ভিত্তি করে পর্নোগ্রাফির হাজার হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা চলছে। পাশাপাশি সরকারি মদতে সারা দেশ জুড়ে মদের ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসার, অশ্লীলতা, হিংসা ও পর্নোগ্রাফির ঢালাও প্রচার চলছে, যা শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে বিপথগামী ও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিকৃত যৌনতার শিকার হচ্ছে এরা। এর ফলে বাড়ছে নারী ও শিশু ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এ এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। চোখ বুজে থেকে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

### পর্নোগ্রাফি বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উদাসীন

এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। বৃহত্তম গণতান্ত্রের এই দেশে সরকারবিরোধী যে কোনও বক্তব্য ইলেকট্রনিক চ্যানেল বা প্রিন্ট মিডিয়া অথবা ওয়েবসাইটে প্রচারিত হলে তাকে রাষ্ট্রবিরোধী তকমা দিয়ে ও নানা অজুহাতে বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার, সাংবাদিকদের রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন কালাকানুন দিয়ে কারাবন্দি করছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইচ্ছেমতো তাদের স্বার্থ অনুসারে ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু পর্নোগ্রাফি বন্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের কোনও উদ্যোগ নেই। সরকার একদিকে পর্নোগ্রাফি ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য এগুলি চলতে দিচ্ছে, অন্য দিকে কিশোর-কিশোরী ও ছাত্র যুবকদের এর মধ্য দিয়ে বিকৃত যৌনদাসে পরিণত করছে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে যথার্থই বলেছেন, ‘শাসকশ্রেণি আজ অত্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে যে, মানুষকে যদি পশুতে পরিণত করা না যায়, তা হলে ইহাদের দ্বারা পশুর কাজ আদায় করা সম্ভব নয় তাই সর্বাগ্রে ইহাদের পশুতে পরিণত করিয়াছে’।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা স্মরণীয়। তিনি এই বিপদ সম্পর্কে দেশের জনসাধারণকে সচেতন করে বলেছিলেন, দেশের এই পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণি কিশোর, ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষের নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় তিনি বলেছেন, পুরনো ধর্মীয় আদর্শ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। নতুন মার্ক্সবাদী আদর্শ আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর ফলে আদর্শবাদের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে— সেটাই নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। তাঁর মূল্যবান শিক্ষাকে সামনে রেখেই এসইউসিআই(সি)-র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গভীর উদ্বেগে বলেছেন, আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, এরা যদি নষ্ট হয়ে যায়, শৈশবেই তারা নোংরা পর্নোগ্রাফি ও বিকৃত যৌনতার শিকার হয়ে যায়, মদ ও ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়ে যায় তা হলে গোটা দেশের সমস্ত পরিবারগুলো ও সমাজ বিপন্ন হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমাজ বিপ্লব হবে কী ভাবে? তাই তিনি দলের সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষত অভিভাবকদের কাছে আবেদন করছেন, আপনারাও এগিয়ে আসুন, শিশু-কিশোরদের মধ্যে মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা রক্ষা করার জন্য ব্যাপকভাবে মনীষী চর্চা ও দেহমনে বিকশিত করার জন্য খেলাধূলা ও শরীর চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। ছাত্রযুবদের সামনে উন্নততর আদর্শের সন্ধান দিন। না হলে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ রোখা যাবে না।

## গ্রামীণ চিকিৎসকদের আলোচনাসভা

২৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মথুরাপুর আর্য্য বিদ্যাপীঠ স্কুলে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন পিএমপিএআই (প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার অফ ইন্ডিয়া)-এর মথুরাপুর ১ নং ও ২ নং ব্লকের স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক চিকিৎসকের উপস্থিতিতে সোয়াইন ফ্লু এবং হার্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ শুভজিৎ পাত্র এবং ডাঃ নীলরতন নাইয়া। সকল গ্রামীণ চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্তি ও সরকারি স্বীকৃতি, রেজিস্টার্ড ডাক্তারের মাধ্যমে সিলেবাস ভিত্তিক এক বছরের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষিতদের স্বাস্থ্য পরিষেবার আঞ্চলিক স্তরে নিয়োগ প্রভৃতি দাবিতে আগামী ৯-১০ নভেম্বর মুর্শিদাবাদে সংগঠনের ৭ম রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

## লক্ষ্মীকান্তপুরে নাগরিক সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর বাসস্ট্যান্ড ২৭ জুলাই বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং গণতন্ত্র বিরোধী নতুন তিন ফৌজদারি আইন বাতিল ও ঢোলা হাট থানায় নির্দোষ যুবককে পিটিয়ে খুন করা পুলিশ অফিসারদের কঠোর শাস্তির দাবিতে নাগরিক সভা করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস।

ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমার মানবাধিকার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র নাইয়া ও জেলা সম্পাদক জ্ঞানতোষ প্রামাণিক।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 2 Bengali Weekly Auguat 9, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00 

# শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে আহ্বান

*একের পাতার পর*

অ্যাভিনিউয়ের বিশাল সমাবেশে কথাগুলি বলছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, ৫ আগস্ট।

*সমাবেশের মঞ্চে মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ*

৫ আগস্ট ছিল এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। সেই উপলক্ষে দলের ডাকে গত কয়েক দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সমাবেশস্থল ছাপিয়ে মানুষের উপচে-পড়া ভিড় পৌঁছে গিয়েছিল ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সমাবেশের সূচনা হয়। একে একে ফ্রন্ট ও দলের নেতৃবৃন্দ সুসজ্জিত মঞ্চে রাখা তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। দলের কিশোর বাহিনী কমসোমল গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে। সভাপতি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এর পর শুরু হয় প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বাংলাদেশে চলমান ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের প্রশংসা করে বলেন, এর পিছনে মৌলবাদী শক্তির ভূমিকার কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা ঠিক বলছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেলে হোস্টেলে শেখ হাসিনা নামাঙ্কিত হলগুলির নাম পাল্টে নতুন নাম রেখেছেন শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি-সুনীতি কিংবা কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের নামে। আন্দোলনে ভারতবিরোধী স্লোগান উঠলেও, আন্দোলনকারী ছাত্ররা ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। তাদের ক্রোধ ভারতের কর্পোরেট পুঁজিপতি, যারা বাংলাদেশে লুট চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে। তিনি দেখান, দেশে দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা আজ ভূলুণ্ঠিত। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক সময় সংসদীয় ব্যবস্থাকে 'বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল' বলে অভিহিত করেছিল, আজ সে সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়ে দেশে দেশে গণহত্যা চালাচ্ছে। সে দেশের সংসদ সেই জঘন্য কাজে মদত দিচ্ছে। যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই রুশ সাম্রাজ্যবাদও আজ ইউক্রেনে রক্ত ঝরাচ্ছে।

ভারতের জনসাধারণের দুর্বিষহ পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশ আজ ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যায় ধুঁকছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল আকার নিয়েছে। শ্রমজীবী শ্রেণি সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও আজ দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ জমা হয়েছে মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিপতির হাতে। আর দেশের সবচেয়ে নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। সম্প্রতি ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের পয়লা নম্বর শিল্পপতি আম্বানির পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির নেতানেত্রীদের ভিড়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই দেশে রাজত্ব চালায়। রাজনৈতিক দলগুলি বাস্তবে এদের ম্যানেজার মাত্র। ভোটের প্রচারের বিপুল খরচ জোগায় এই পুঁজিপতিরাই। সেবাদাস দলগুলি সরকারে বসে এই পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষা করে চলে।

দেশের সর্বাত্মক সংকট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি দেখান, আরএসএস-বিজেপি দেশপ্রেমের আলখাল্লা পরে কী ভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-জ্যোতিরাও ফুলে সহ নবজাগরণের চিন্তানায়কদের শিক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। সিলেবাসে মনুসংহিতা, বেদ-বেদান্তের কথা এনে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মান্ধ করে তুলতে চাইছে, যাতে প্রশ্ন করার মন, প্রতিবাদ করার মন গড়েই না উঠতে পারে। ধর্মের নামে মানুষে মানুষে যাতে বিভেদ বাধে, যাতে তাদের ঐক্য ধ্বংস হয়, তেমন পরিবেশ গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। তিনি দেখান, বিজেপির মতো কংগ্রেসও বুর্জোয়া শ্রেণির বিশ্বস্ত দল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও হিন্দু দেবদেবী নিয়ে ভোটের লোভে ধর্মের রাজনীতি করছেন, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনে নেতা-মন্ত্রীদের ব্যাপক দুর্নীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দলটিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্প চালু করে, ক্লাবগুলিকে পূজা উপলক্ষে হাজার হাজার টাকা অনুদান দিয়ে ভোট কেনার ব্যবস্থা করছে। আগের সরকারের পথ অনুসরণ করে এরাও সিন্ডিকেট-তোলাবাজি-প্রোমোটারির মাধ্যমে দাপটের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

সিপিএম দল সম্পর্কে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ৩৪ বছর ধরে রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থেকে বামপন্থাকে তারা কলঙ্কিত করেছে। তারা শ্রমিক-কৃষকের উপর গুলি চালিয়েছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে দুষ্কৃতীদের দিয়ে তারা নারীধর্ষণ পর্যন্ত করিয়েছে। আজ যখন শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক বামপন্থী গণআন্দোলন গড়ে তোলাই সবচেয়ে জরুরি ছিল, তখন দু-চারটি সিটের লোভে এই দলটি কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে চলেছে! সিপিএম যে মার্ক্সবাদের চর্চা কোনও দিনই সঠিক ভাবে করেনি, দলটির সৎ কর্মীদের অন্ধতামুক্ত হয়ে তা বিচার করে দেখার আবেদন করেন তিনি।

*দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী*

জনসাধারণের প্রতি রাজনীতি বোঝার আবেদন জানিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ভারতের মতো শ্রেণিবিভক্ত একটি দেশে প্রতিটি দলই— হয় শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির, নয়তো শোষিত মেহনতি শ্রেণির দল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে রাজনীতি দ্বারাই নির্ধারিত হয়, তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বিজ্ঞানসম্মত বিচারপদ্ধতি অর্থাৎ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুং ও শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে সঠিক ভাবে বিচার করে শ্রেণিদল চিনে নিতে হবে মানুষকে। তিনি দেখান, বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি আজ অচল হয়ে পড়েছে। সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের নেশায় পরিবেশ বিপন্ন করে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতেও সে দ্বিধা করছে না। মরতে বসা এই ব্যবস্থা সমাজে মূল্যবোধ-নৈতিকতার চরম অধঃপতন ঘটাচ্ছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ। সেই লক্ষ্যে এলাকায় এলাকায়, পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি গড়ে তুলে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি, যে গণকমিটিগুলি আগামী দিনে হয়ে উঠবে জনসাধারণের সংগ্রামের হাতিয়ার। পাশাপাশি এলাকার শিশু-কিশোরদের নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে তাদের নিয়ে মনীষী চর্চা ও খেলাধূলার পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অনুরোধ জানান তিনি।

# বাংলাদেশ ঃ বীরত্বের অবিস্মরণীয় জয়গাথা

*ছয়ের পাতার পর*

মৃত্যুবরণ করেছেন, নয়তো গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতেও দেখা গেছে, সে দেশের সংস্কারবাদী বামপন্থীরা এই জনজোয়ারে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত। কেউ কেউ আবার হাসিনা সরকারের পক্ষেই কার্যত ভূমিকা নিয়েছেন। যার সুযোগ নিয়েছে দক্ষিণপন্থী শক্তি। অন্য দিকে বিপ্লবী বামপন্থার যে ধারা সে দেশে আছে, তাঁরা আন্দোলনে সর্বতোভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছেন। আন্দোলনের মধ্যে যতটা সম্ভব বামপন্থী লাইনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের রক্তিম অভিবাদন, শহিদদের সংগ্রামী লাল সেলাম। যদিও, মনে রাখতে হবে, একটি আন্দোলন যদি সংগঠিত না হয়, যদি নেতৃত্ববিহীন হয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয়, যদি সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণের ঐকমত্য না গড়ে ওঠে, সর্বোপরি একটি সঠিক রাজনৈতিক আদর্শ ও শক্তি দ্বারা সেই আন্দোলন পরিচালিত না হয়, তবে যত প্রাণ বলিদানই হোক কখনওই সেই আন্দোলন মানুষের শোষণমুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তখন রং পাল্টে শোষকরাই ফিরে আসে, শত কোরবানিও বিফলে যায়। আজ আন্দোলনের জয়ের মুখে সেনাপ্রধান বৈঠক করছেন বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টিকে নিয়ে। যারা আওয়ামি লিগের মতোই দেশি-বিদেশি শোষক পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। এই বৈঠকে নেতৃত্বকারী ছাত্র সমাজ ও শোষিত জনগণের প্রতিনিধিত্ব কোথায়!

এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "সংগ্রাম আপনাদের করতেই হবে। এমন কথা নয় যে আপনারা লড়বেন না, পেট বড় বালাই। আজ যদি ভাবেনও যে, লড়াই করে কিছু হবে না— দু'দিন বাদেই আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আপনাদের হবেই।... হাজার হাজার লোক মাঠে-ময়দানে আসবেন, লড়াই শুরু করবেন, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে না। অবস্থা পরিবর্তন করতে গেলে দরকার সেই তিনটি জিনিস— সঠিক মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টি। এ যদি না থাকে, রাস্তা যদি ভুল হয়, তা হলে সততা, কোরবানি, সংগ্রাম— কোনও কিছুর দ্বারাই আপনারা সামনের দিকে এগোতে পারবেন না" (শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে ঃ শিবদাস ঘোষ)। সকল দেশের গণআন্দোলনের সামনে এ এক মূল্যবান পথনির্দেশ।

**Editor : Amitava Chatterjee** ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com